

Kazi Nazrul Islam

Shandha

সূচিপত্র

সংখ্যা ৯

তরুণ তাপস ১০

আমি গাই তারি গান ১০

জীবন-বন্দনা ১২

ভোরের পাখি ১৩

কাল-বৈশাখী ১৪

নগদ কথা ১৬

জাগরণ ১৭

জীবন ১৯

যৌবন ১৯

তরুণের গান ২০

চল্ চল্ চল্ ২১

ভোরের সানাই ২৩

যৌবন-জল-তরঙ্গ ২৪

রীফ-সর্দার ২৬

বাংলার “আজিজ” ৩৩

সুরের দুলাল ৩৪

নিশীথ-অন্ধকারে ৩৬

শরৎচন্দ্র ৩৭

অন্ধ স্বদেশ-দেবতা ৪০

পাথেয় ৪১

দাড়ি-বিলাপ ৪২

তর্পণ ৪৬

না-আসা-দিনের কবির প্রতি ৪৮

— সাত শ' বছর ধরি'

পূর্ব-তোরণ-দুয়ারে চাহিয়া জাগিতেছি শবরী ।
লজ্জায়-রাঙা ডুবিল যে রবি আমাদের ভীর্ণতায়,
সে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করি যুগে যুগে হয় ।
মোদের রুধিরে রাঙাইয়া তুলি মৃত্যুরে নিশিদিন,
গুধিতেছি মোরা পলে পলে ভীর্ণ পিতা-পিতামহ-ঋণ !

লক্ষ্মী! ওগো মা ভারত-লক্ষ্মী! বল, কতদিনে, বল—
খুলিবে প্রাচী-র রুদ্ধ-দুয়ার-মন্দির-অর্গল ?
যে পরাজয়ের গ্লানি মুখে মাখি' ডুবিল সন্ধ্যা-রবি,
সে গ্লানি মুছিতে শত শতাব্দী দিতেছি মা প্রাণ-হবি !
কোটি লাঞ্ছনা-রক্ত-ললাট-পূর্ব-মন্দির-দ্বারে
মুছে যায় নিতি ললাট-রক্ত রাঙাতে পূর্বাশারে,
“ঐ এল উষা” ফুকারে ভারত হেরি' সে রক্ত-রেখা,
যে আশার বাণী লিখি মা রক্তে, বিধাতা মুছে সে লেখা !

সন্ধ্যা কি কাটিবে না ?

কত সে জনম ধরিয়া গুধিব এক জনমের দেনা ?
কোটি কর ভরি' কোটি রাঙা হৃদি-জবা লয়ে করি পূজা,
না দিস্ আশিস, চণ্ডীর বেশে নেমে আয় দশভুজা !
মোদের পাপের নাহি যদি ক্ষয়, যদি না প্রভাত হয়,
প্রলয়ঙ্করী বেশে আসি কর ভীর্ণর ভারত লয় !
অসুরের হাতে লাঞ্ছনা আর হানিস্নে শঙ্করী,
মরিতেই যদি হয় মা, দে বর, দেবতার হাতে মরি !

তরুণ তাপস

রাজ্য পথের ভাঙন-ব্রতী অগ্রপথিক দল !
নাম রে ধূলায়—বর্তমানের মর্ত্যপানে চল !
ভবিষ্যতের স্বর্গ লাগি'
শূন্যে চেয়ে আছি জাগি',
অতীত কালের রত্ন মাগি'
নামূলি রসাতল ।
অন্ধ মাতাল ! শূন্য পাতাল হাতালি নিষ্ফল ॥

ভোল রে চির-পুরাতনের সনাতনের বোল ।
তরুণ তাপস ! নতুন জগৎ সৃষ্টি ক'রে তোল ।
আদিম যুগের পুথির বাণী
আজো কি তুই চলবি মানি' ?
কালের বুড়ো টানছে ঘানি
তুই সে বাঁধন খোল ।
অভিজাতের পান্ধে বিলাস-দুখের তাপস ! ভোল ॥

আমি গাই তারি গান

আমি গাই তারি গান—
দৃগ-দৃষ্টে যে-যৌবন আজ ধরি' অসি খরশান
হইল বাহির অসম্ভবের অভিযানে দিকে দিকে ।
লক্ষ যুগের প্রাচীন মমির পিরামিডে গেল লিখে'
তাদের ভাঙার ইতিহাস-লেখা । যাহাদের নিঃশ্বাসে
জীর্ণ পুথির শুষ্ক পত্র উড়ে গেল এক পাশে ।

যারা ভেঙে চলে অপ-দেবতার মন্দির-আস্তানা,
বক-ধার্মিক নীতি-বৃদ্ধের সনাতন তাড়ি-খানা ।
যাহাদের প্রাণ-স্রোতে ভেসে গেল পুরাতন জঞ্জাল,
সংস্কারের জগদল-শিলা, শাস্ত্রের কঙ্কাল,
মিথ্যা মোহের পূজা-মণ্ডপে যাহারা অকুতোভয়ে
এল নির্মম মোহ-মুদগর ভাঙনের গদা লয়ে ।
বিধি-নিষেধের চীনের প্রাচীরে অসীম দুঃসাহসে
দু'হাতে চালাল হাতুড়ি শাবল । গোরস্থানের চ'ষে
হুঁড়ে ফেলে যত শব কঙ্কাল বসাল ফুলের মেলা,
যাহাদের ভিড়ে মুখর আজিকে জীবনের বালু-বেলা ।

—গাহি তাহাদেরি গান
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান ! ...

—সে দিন নিশীথ-বেলা
দুস্তর পারাবারে যে যাত্রী একাকী ভাসালো ভেলা,
প্রভাতে সে আর ফিরিল না কূলে । সেই দুরন্ত লাগি'
আঁখি মুছি আর রচি গান আমি আজিও নিশীথে জাগি' ।
আজো বিন্দ্র গাহি গান আমি চে'য়ে তারি পথ-পানে,
ফিরিল না প্রাতে যে জন সে-রাতে উড়িল আকাশ-যানে,
নব জগতের দূর সন্ধানী অসীমের পথ-চারী,
যার ভয়ে জাগে সদা সতর্ক মৃত্যু-দুয়ারে দ্বারী ।
সাগর-গর্ভে, নিঃসীম নভে, দিগ্ দিগন্ত জু'ড়ে
জীবনোদ্বোধে তাড়া ক'রে ফেরে নিতি যারা মৃত্যুরে,
মানিক আহরি' আনে যারা খুঁড়ি' পাতাল যক্ষপুরী,
নাগিনীর বিষ-জ্বালা সয়ে করে ফণা হ'তে মণি চুরি ।
হানিয়া বজ্র-পাণির বজ্র উদ্ধত শিরে ধরি'
যাহারা চপলা মেঘ-কন্যারে করিয়াছে কিস্করী ।
পবন যাদের ব্যজনী দুলায় হইয়া আজ্ঞাবাহী,
এসেছি তাদের জানাতে প্রণাম, তাহাদের গান গাহি ।

গুঞ্জরি' ফেরে ক্রন্দন মোর তাদের নিখিল ব্যেপে—
ফাঁসির রজ্জু ক্লাস্ত আজিকে যাহাদের টুটি চেপে !
যাহাদের কারাবাসে
অতীত রাতের বন্দীনী উষা ঘুম টুটি' ঐ হাসে ।

জীবন-বন্দনা

গাহি তাহাদের গান—
ধরণীর হাতে দিল যারা 'আনি' ফসলের ফরমান ।
শ্রম-কিণাক-কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি-তলে
ত্রস্তা ধরণী নজরানা দেয় ডালি ভ'রে ফুলে-ফলে ।
বনা-স্থাপদ-সঙ্কুল জরা-মৃত্যু-ভীষণা ধরা
যাদের শাসনে হ'ল সুন্দর কুসুমিতা মনোহরা ।
যারা বর্বর হেথা বাঁধে ঘর পরম অকুতোভয়ে
বনের ব্যগ্র ময়ূর সিংহ বিবরের ফণী লয়ে ।
এল দুর্জয় গতি-বেগ সম যারা যাযাবর-শিশু
তারাই গাহিল নব প্রেম-গান ধরণী-মেরীর যিশু—
যাহাদের চলা লেগে
উদ্ধার মত ঘুরিছে ধরণী শূন্যে অমিত বেগে !

খেয়াল-খুশিতে কাটি' অরণ্য রচিয়া অমরাবতী
যাহারা করিল ধ্বংস সাধন পুনঃ চঞ্চলমতি,
জীবন-আবেগ রুধিতে না পারি' যারা উদ্ধত-শির
লজ্বিতে গেল হিমালয়, গেল শুষিতে সিদ্ধ-নীর ।
নবীন জগৎ সন্ধান যারা ছুটে মেরু-অভিযানে,
পক্ষ বাঁধিয়া উড়িয়া চলেছে যাহারা উর্ধ্বপানে ।

তবুও থামে না যৌবন-বেগ, জীবনের উল্লাসে
চলেছে চন্দ্র-মঙ্গল-গ্রহে স্বর্গে অসীমাকাশে ।
যারা জীবনের পসরা বহিয়া মৃত্যুর দ্বারে দ্বারে
করিতেছে ফিরি, ভীম বণভূমে প্রাণ বাজি রেখে হারে ।

আমি মরু-কবি—গাহি সেই বেদে বেদুঈনদের গান,
যুগে যুগে যারা করে অকারণ বিপ্লব-অভিযান ।
জীবনের আতিশয্যে যাহারা দারুণ উগ্রসুখে
সাধ ক'রে নিল গরল-পিয়ালা, বর্শা হানিল বুকে !
আষাঢ়ের গিরি-নিঃস্রাব-সম কোনো বাধা মানিল না,
বর্বর বলি' যাহাদের গালি পাড়িল-ক্ষুদ্রমনা,
কূপ-মগ্নক "অসংযমী"র আখ্যা দিয়াছে যারে,
তারি ভরে ভাই গান রচে যাই, বন্দনা করি তারে ।

ভোরের পাখি

ওরে ও ভোরের পাখি !
আমি চলিলাম তোদের কণ্ঠে আমার কণ্ঠ রাখি' ।
তোদের কিশোর তরুণ গলার সতেজ দৃপ্ত সুরে
বাঁধিলাম বীণা, নিলাম সে সুর আমার কণ্ঠে পু'রে ।
উপলে নুড়িতে চুড়ি কিঙ্কিনী বাজায়ে তোদের নদী
যে গান গাহিয়া অকূলে চাহিয়া চলিয়াছে নিরবধি—
তারি সে গতির নৃপুর বাঁধিয়া লইলাম মম পায়ে,
এরি তাতে মম ছন্দ-হরিণী নাচিবে তমাল-ছায়ে ।

যে গান গাহিলি তোরা,
তারি সুর লয়ে ঝরিবে আমার গানের পাগল-ঝোরা ।
তোদের যে গান শুনিয়া রাতের বনানী জাগিয়া ওঠে,
শিশু অরণ্যের কোলে ক'রে উষা দাঁড়ায় গগন-তটে,

গোঠে আনে ধেনু বাজাইয়া বেণু রাখাল বালক জাগি',
জল নিতে যায় নব আনন্দে নিশীথের হতভাগী,
শিখিয়া গেলাম তোদের সে গান ! তোদের পাখার খুশি—
যাহার আবেগে ছুটে আসে জেগে পূব-আঙিনায় উষী,
যাহার রঞ্জে কুঞ্জে কাননে বিকাশে কুসুম-কুঁড়ি,
পলাইয়া যায় গহন-গুহায় আঁধার নিশীথ-বুড়ি,
সে খুশির ভাগ আমি লইলাম । অমনি পক্ষ মেলি'
গাহিব উর্ধ্বে, ফুটিবে নিম্নে আবেশে চম্পা বেলী !

তোদের প্রভাতী ভিড়ে—

ভিড়িলাম আমি, নিলাম আশয় তোদের ক্ষণিক নীড়ে ।

ওরে ও নবীন যুবা !

তোদের প্রভাত-স্তবের সুরে রে বাজে মম দিল্লরবা ।
তোদের চোখের যে জ্যোতি-দীপ্তি রাঙায় রাতের সীমা,
রবির ললাট হ'তে মুছে নেয় গোধূলির মলিনিমা,
যে-আলোক লভি' দেউলে দেউলে মঙ্গল-দীপ জ্বলে,
অকম্প যার শিখা সক্ষ্যার ম্লান অঞ্চল-তলে,
তোদের সে আলো আমার অশ্রু-কুহেলি-মলিন চোখে
লইলাম পুরি' ! জাগে "সুন্দর" আমার ধ্যান-লোকে !

কাল-বৈশাখী

১

বারেবারে যথা কাল-বৈশাখী ব্যর্থ হ'ল রে পূব-হাওয়ায়,
দধীচি-হাড়ের বজ্র-বহি বারেবারে যথা নিভিয়া যায়,

কে পাগল সেথা যাস হাঁকি'—

"বৈশাখী কাল-বৈশাখী !"

হেথা বৈশাখী-জ্বালা আছে শুধু, নাই বৈশাখী-ঝড় হেথায় ।
সে জ্বালায় শুধু নিজে পুড়ে মরি, পোড়াতে পারেও পারি নে, হায় ॥

২

কাল-বৈশাখী আসিলে হেথায় ভাঙিয়া পড়িত কোন্ সকাল
ঘুণ-ধরা বাঁশে ঠেকা-দেওয়া ঐ সনাতন দাওয়া, ভগ্ন চাল ।

এলে হেথা কাল-বৈশাখী

মরা গাঙে যেত বান ডাকি',

বন্ধ জাঙাল যাইত ভাঙিয়া, দুলিত এ দেশ টালমাটাল ।
শ্মশানের বুকে নাচিল তাই জীবন-রঙ্গে তাল-বেতাল ॥

৩

কাল-বৈশাখী আসে নি হেথায়, আসিলে মোদের তরু-শিরে
সিঁদু-শকুন বসিত না আসি' ভিড় ক'রে আজ নদীতীরে ।

জানি না কবে সে আসিবে ঝড়

ধূলায় লুটাবে শত্রুগড়,

আজিও মোদের কাটেনি ক' শীত, আসে নি ফাগুন বন ঘিরে ।
আজিও বলির কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া ওঠে নি মন্দিরে ॥

৪

জাগে নি রক্ত, জাগিয়াছে শুধু অন্ধকারের প্রমথ-দল,
ললাট-অগ্নি নিবেছে শিবের ঝরিয়া জটোর গঙ্গাজল ।

জাগে নি শিবানী—জাগিয়াছে শিবা,

আঁধার সৃষ্টি—আসেনি ক' দিবা,

এরি মাঝে হায়, কাল-বৈশাখী স্বপ্ন দেখিলে কে তোরা বল !
আসে যদি ঝড়, আসুক, কুলোর বাতাস কে দিবি অগ্নে চল ॥

দুন্দুভি তোর বাজল অনেক
অনেক শঙ্খ ঘণ্টা কঁাসর,
মুখস্থ তোর মন্তুরোলে
মুখর আজি পূজার আসর,—
কুন্ডকর্ণ দেবতা ঠাকুর
জাগবে কখন সেই ডরসায়
যুদ্ধভূমি ত্যাগ ক'রে সর
ধন্য দিলি দেব-দরজায় ।
দেবতা-ঠাকুর স্বর্গবাসী
নাক ডাকিয়া ঘুমান সুখে,
সুখের মালিক শোনে কি—কে
কাদছে নিচে গভীর দুখে ।
হত্যা দিয়ে রইলি প'ড়ে
শত্রু হাতে হত্যা-ভয়ে,
করবি কি তুই হুঁটো ঠাকুর
জগন্নাথের আশিস লয়ে ।
দোহাই তোদের ! রেহাই দে ভাই
উচুর ঠাকুর দেবতাদেরে,
শিব চেয়েছিস—শিব দিয়েছেন
তোদের ঘরে ষণ্ড ছেড়ে ।
শিবের জটায় গঙ্গাদেবী
বয়ে বেড়ান ওদের তরী,
ব্রহ্মা তোদের রম্ভা দিলেন
ওদের দিয়ে সোনার জরি !
পূজার থালা বয়ে বয়ে
যে হাত তোদের হ'ল হুঁটো,
সে হাত এবার নিচু ক'রে
টান না পায়ের শিকল দুটো !

কুটো ভোর ঐ ঢকা-নিলাদ
পলিটিক্সের বারোয়ারীতে—
দোহাই থামা ! পারিস যদি
পড় নেমে ঐ লাল-নদীতে ।
শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিতে
গয়া সবাই পেলি ক্রমে,
একটু দূরেই যমের দুয়ার
সেথাই গিয়ে দেখ না ভ্রমে !

জাগরণ

জেগে যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের দ্বারে আসি'
ওরে পাগল, আর কতদিন বাজাবি তোর বাঁশি !
ঘুমায় যারা মখমলের ঐ কোমল শয়ন পাতি'
অনেক আগেই ভোর হয়েছে তাদের দুখের রাতি ।
আরাম-সুখের নিদ্রা তাদের; তোর এ জাগার গান
ছোঁবে না ক' প্রাণ রে তাদের, যদিই বা ছোঁয় কান !

নির্ভয়ের ঐ সুখের কূলে বাঁধল যারা বাড়ি,
আবার তা'রা দেবে না রে ভয়ের সাগর পাড়ি ।
ভিতর হ'তে যাদের আগল শক্ত ক'রে আঁটা
“দ্বার খোল গো” ব'লে তাদের দ্বারে মিথ্যা হুঁটা ।
ভোল রে এ পথ ভোল,
শান্তিপুরে শুন্বে কে তোর জাগর-ডকা-রোল !

ব্যথাভুরের কান্না পাছে শান্তি ভাঙে এসে
তাইতে যারা খাইয়ে ঘুমের আফিম সর্বনেশে

ঘুম পাড়িয়ে রাখছে নিতুই, সে ঘুম-পুরে আসি'
নতুন ক'রে বাজা রে তোর নতুন সুরের বাঁশি !
নেশার ঘোরে জানে না হয়, এরা কোথায় প'ড়ে,
গলায় তাদের চালায় ছুরি কেই বা বুকে চ'ড়ে,
এদের কানে মন্ত্র দে রে, এদের তোরা বোঝা,
এরাই আবার করতে পারে বাঁকা কপাল সোজা ।
কর্ষণে যার পাতাল হ'তে অনুর্বর এই ধরা
ফুল-ফসলের অর্থ্য নিয়ে আসে আঁচল-ভরা,
কোন্ সে দানব হরণ করে সে দেব-পূজার ফুল—
জানিয়ে দে তুই মন্ত্র-ঋষি, ভাঙ রে তাদের ভুল ।

বর্বরদের অনুর্বর ঐ হৃদয়-মরু চ'ষে
ফল ফলাতে পারে এরাই আবার ঘরে ব'সে ।
বাঘ-ভালুকের বাথান তেড়ে নগর বসায় যারা
রসাতলে পশুবে মানুষ-পশুর ভয়ে তা'রা?
তাদেরই ঐ বিভাঙিত বন্য পশু আজি
মানুষ-মুখো হয়েছে রে সভ্য-সাজে সাজি' ।
টান মেরে ফেল্ মুখোস তাদের, নখর দস্ত লয়ে
বেরিয়ে আসুক মনের পশু বনের পশু হয়ে !

তারই দানব অত্যাচারী—যারা মানুষ মারে,
সভ্যবেশী ভণ্ড পশু মারতে ডরাস্ কারে ?
এতদিন যে হাজার পাপের বীজ হয়েছে বোনা
আজ তা কাটার এল সময়, এই সে বাণী শোনা !
নতুন যুগের নতুন নকীব, বাজা নতুন বাঁশি,
স্বর্গ-রানী হবে এবার মাটির মায়ের দাসী !

জীবন

জাগরণের লাগল ছোঁয়াচ মাঠে মাঠে তেপান্তরে,
এমন বাদল ব্যর্থ হবে তন্দ্রা-কাতর কাহার ঘরে ?
তড়িৎ তুরা দেয় ইশারা, বজ্র হৈকে যায় দরজায়,
জাগে আকাশ, জাগে ধরা-ধরার মানুষ কে সে ঘুমায় ?

মাটির নিচে পায়ের তলায় সেদিন যারা ছিল মরি',
শ্যামল তৃণাকুরে তা'রা উঠল বেঁচে নতুন করি' ।
সবুজ ধরা দেখছে স্বপন আসবে কখন ফাগুন-হোলি,
বজ্রাঘাতে ফুটল না যে, ফুটবে আনন্দে সে কলি !

যৌবন

—ওরে ও শীর্ণা নদী,
দু'তীরে নিরাশা-বালুচর লয়ে জাগিবি কি নিরবধি ?
নব-যৌবন-জল-উরঙ্গ-জোয়ারে কি দুলিবি না ?
নাচিবে জোয়ারে পদ্মা গঙ্গা, তুই র'বি চির-ক্ষীণা ?
ভরা আদরের বরিষণ এসে বারে বারে তোর কূলে
জানাবে রে তোরে সজল মিনতি, তুই চাহিবি না ভুলে ?
দুই কূলে বাঁধি' প্রস্তর-বাঁধ কূল ভাঙিবার ভয়ে
আকাশের পানে চেয়ে র'বি তুই শুধু আপনারে লয়ে ?

ভেঙে ফেল্ বাঁধ, আশেপাশে তোর বহে যে জীবন-চল
তা'রে বুকে লয়ে দূলে ওঠ, তুই যৌবন-টলমল ।
প্রস্তর-ভরা দুই কূল তোর জেসে থাক্ বন্যায়,
হোক উর্বর, হাসিয়া উঠুক ফুলে ফলে সুমায় ।

—একবার পথ ভোল্,
দূর সিন্ধুর লাগি' তোর বুকে জাগুক মরণ-দোল ।

তরুণের গান

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি'
ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী ॥

মোদের পথের ইঙ্গিত ঝলে বাঁকা বিদ্যুতে কালো মেঘে,
মরু-পথে জাগে নব অঙ্কুর মোদের চলার ছোঁয়া লেগে,
মোদের মস্ত্রে গোরস্থানের আঁধারে ওঠে গো প্রাণ জেগে,
দীপ-শলাকার মত মোরা ফিরি ঘরে ঘরে আলো সঞ্চরি' ॥

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি'
ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী ॥

নব জীবনের ফোঁস-কূলে গো কাঁদে কারবালা তৃষ্ণাতুর,
উর্ধ্ব শোষণ-সূর্য, নিম্নে তপ্ত বালুকা ব্যথা-মরুর।
খিরিয়া যুরোপ-এজিদের সেনা এপার, ওপার, নিকট, দূর,
এরি মাঝে মোরা আবাস সম পানি আনি প্রাণ পণ করি' ॥

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি'
ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী ॥

যখন জালিম ফেরাউন চাহে মুসা ও সত্যে মারিতে, ভাই,
নীল দরিয়ার মোরা তরঙ্গ, বন্যা আনিয়া তারে ডুবাই ;
আজো নম্রুদ ইব্রাহীমেতে মারিতে চাহিছে সর্বদাই,
আনন্দ-দূত মোরা সে আগুনে ফোটাই পুষ্প-মঞ্জরী ॥

যে দুর্দিনে নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি'
ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী ॥

ভরসার গান শুনাই আমরা ভয়ের ভূতের এই দেশে,
জরা জীর্ণেরে যৌবন দিয়া সাজাই নবীন বর-বেশে ।

মোদের আশার উষার রঙে গো রাতের অশ্রু যায় ভেসে',
মশাল জ্বালিয়া আলোকিত করি ঝড়ের নিশীথ-শব্দরী ॥

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি'
ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী ॥

নূতন দিনের নব যাত্রীরা চলিবে বলিয়া এই পথে
বিছাইয়া যাই আমাদের প্রাণ, সুখ, দুখ, সব আজি হ'তে ।
ভবিষ্যতের স্বাধীন পতাকা উড়িবে যে-দিন জয়-রথে
আমরা হাসিব দূর ভাড়া-লোকে, ওগো তোমাদের সুখ স্মরি' ॥

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি'
ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী ॥

চল চল চল

কোরাস :

চল চল চল !

উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণী-তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল

চল রে চল রে চল

চল চল চল ॥

উষার দুয়ারে হানি' আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,

আমরা টুটাব তিমির রাত,
বাধার বিদ্যুতচল ।

নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল ।

চল রে নৌ-জোয়ান,
শোন রে পাতিয়া কান—
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে-দুয়ারে
জীবনের আহ্বান
ডাঙ রে ডাঙ ~~কোলা~~ মোংলা
চল রে চল রে চল
চল চল চল ॥

কোরাস :
উর্ধ্বে আদেশ হানিছে বাজ,
শহীদি-ঈদের সেনারা সাজ,
দিকে দিকে চলে কুচকাওয়াজ—
খোল রে নিদ-মহল !

কবে সে খোয়ালি বাদশাহী
সেই সে অতীতে আজো চাহি'
যাক মুসাফির গান গাহি'
ফেলিস্ অশ্রুজল ।

যাক রে তখত-তাউস
জাগু রে জাগু বেহঁস !
ডুবিল রে দেখ কত পারস্য
কত রোম গ্রীক রুশ,

জাগিল তা'রা সকল,
জেগে ওঠ হীনবল !
আমরা গড়িব নতুন করিয়া
ধুলায় তাজমহল !
চল চল চল ॥

ভোরের সানাই

বাজল কি রে ভোরের সানাই
শুন্ছি আজান গগন-তলে
সরাই-খানার যাত্রীরা কি
নীড় ছেড়ে ঐ প্রভাত-পাখি
আজ কি আবার কা'বার পথে
নামল কি ফের হাজার স্রোতে
আবার খালেদ তারিক মুসা
আসল ছুটে হাসিন্ উষা
তীর্থ-পথিক দেশ-বিদেশের
“লা শারীক আল্লাহু”—মন্ত্রের
আঁজলা ভ'রে আনল কি প্রাণ
আজকে রওশন জমীন-আসমান

নিদ-মহলার আঁধার-পুরে ।
অতীত-রাতের মিনার-চূড়ে ॥
“বন্ধু জাগো” উঠল হাঁকি?
গুলিস্তানে চলল উড়ে ॥
ভিড় জমেছে প্রভাত হ'তে ।
“হেরা”র জ্যোতি জগৎ জুড়ে ॥
আনল কি খুন-রঙিন ভূষা,
নও-বেলালের শিরীন, সুরে ॥
আরুফাতে আজ জুটল কি ফের,
নামল কি বান পাহাড় “তুরে” ॥
কার্বালাতে বীর শহীদান,
নওজোয়ানীর সুবুখ নুরে ॥

যৌবন-জল-তরঙ্গ

এই যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবি কি দিয়া বালির বাঁধ ?
কে রোধিবি এই জোয়ারের টান গগনে যখন উঠেছে চাঁদ ?
যে সিঁদুর-জলে ডাকিয়াছে বান—তাহারি তরে এ চন্দ্রোদয়,
বাঁধ বেঁধে থির আছে নালা ডোবা, চাঁদের উদয় তাদের নয় !
যে বান ডেকেছে প্রাণ-দরিয়ায়, মাঠে ঘাটে বাটে নেমেছে চল,
জীর্ণ শাখায় বসিয়া শকুনি শাপ দিক্ তাঁরে অনর্গল ।
সারস মরাল ছুটে আয় তোরা ! ভাসিল কুলায় যে-বন্যায়
সেই তরঙ্গে ঝাঁপায়ে দুল্ রে সর্বনাশের নীল দোলায় ।
খর স্রোতজলে কাদা-গোলা ব'লে গ্রীবা নাড়ে তীরে জরদগব,
গলিত শবের ভাগাড়ের ওরা, ওরা মৃত্যুর করে স্তব ।
ওরাই বাহন জরা-মৃত্যুর, দেখিয়া ওদের হিংস্র চোখ—
রে ভোরের পাখি ! জীবন-প্রভাতে গাহিবি না নব পুণ্য-শ্লোক ?
ওরা নিষেধের প্রহরী পুলিশ, বিধাতার নয়—ওরা বিধির !
ওরাই কাকের, মানুষের ওরা তিলে তিলে শুষে প্রাণ-রুধির !

বল্ তোরা নব-জীবনের চল ! হোক ঘোলা—তবু এই সলিল
চির-যৌবন দিয়াছে ধরারে, গেরুয়া মাটিরে করেছে নীল !
নিজেদের চারধারে বাঁধ বেঁধে মৃত্যু-বীজাণু যারা জিয়ায়,
তা'রা কি চিনিবে—মহাসিঁদুর উদ্দেশে ছোটে স্রোত কোথায় !
স্বাণু গতিহীন প'ড়ে আছে তা'রা আপনারে লয়ে বাঁধিয়া চোখ
কোটরের জীব, উহাদের তরে নহে উদীচীর উষা-আলোক ।

আলোক হেরিয়া কোটরে থাকিয়া চ্যাচায় প্যাঁচার, ওরা চ্যাচাক ।
মোরা গাব গান, ওদেরে মারিতে আজো বেঁচে আছে দেদার কাক !
জীবনে যাদের ঘনা'ল সন্ধ্যা, আজ প্রভাতের শুনে আজান
বিছানায় শুয়ে যদি পাড়ে গালি, দিক্ গালি-তোরা দিস্নে কান ।
উহাদের তরে হতেছে কালের গোরস্থানে রে গোর-খোদাই,
মোদের প্রাণের রাঙা জল্‌সাতে জরা-জীর্ণের দাওত নাই ।

জিঞ্জির-পায়ে দাঁড়ে ব'সে টিয়া চানা খায়, গায় শিখানো বোল,
আকাশের পাখি ! উর্ধ্বে উঠিয়া কণ্ঠে নতুন লহরী তোল !
তোরা উর্ধ্বে-অমৃত-লোকের, ছুড়ক নীচেরা ধলাবালি,
চাঁদেরে মলিন করিতে পারে না কেরোসিনী ডিবে-কালি ঢালি' !
বন্য-বরাহ পঙ্ক ছিটাক, পাকের উর্ধ্বে তোরা কমল ;
ওরা দিক্ কাদা, তোরা দে সুবাস, তোরা ফুল—ওরা পশুর দল !

তোদের গুত্র গায়ে হানে ওরা আপন গায়ের গলিজ পাক,
যার যা দেবার সে দেয় তাহাই, স্বর্গের শিশু সহিয়া থাক !
শাখা ভ'রে আনে ফুল—ফল, সেধা নীড় রচি' গাহে পাখিরা গান,
নিচের মানুষ তাই ছোঁড়ে তিল, তরুর নহে সে অসম্মান ।

কুসুমের শাখা ভাঙে বাঁদরের উৎপাতে, হায়, দেখিয়া তাই—
বাঁদর খুশিতে করে লাফালাফি, মানুষ আমরা লজ্জা পাই !
মাথার ঘায়েতে পাগল উহার, নিস্নে তরুণ ওদের দোষ !
কাল হ'বে বা'র জানাজা যাহার, সে বুড়োর পরে বৃথা এ রোষ !

যে তরবারির পুণ্যে আবার সত্যেরে তোরা দানিবি তখ্ত,
হুঁচো মেরে তার খোয়াস্নে মান, ফুরায়ে এসেছে ওদের ওকত !
যে বন কাটিয়া বসাবি নগর তাহার শাখার দুটো আঁচড়
লাগে যদি গা'য়, সয়ে যা না ভাই, আছে ত কুঠার হাতের 'পর ।

যুগে যুগে ধরা করেছে শাসন গর্বোদ্ধত যে যৌবন—
মানে নি কখনো, আজো মানিবে না বৃদ্ধত্বের এই শাসন ।
আমরা সৃজিব নতুন জগৎ আমরা গাহিব নতুন গান,
সম্মে-নত এই ধরা নেবে অঞ্জলি পাতি' মোদের দান ।
যুগে যুগে জরা বৃদ্ধত্বেরে দিয়াছি কবর মোরা তরুণ—
ওরা দিক্ গালি, মোরা হাসি' খালি বলিব “ইন্না ... রাজেউন !”

রীফ-সর্দার

তোমারে আমরা ভুলেছি আজ,
হে নবযুগের নেপোলিয়ন,
কোন্ সাগরের কোন্ সে পার
নিবু-নিবু আজ তব জীবন।

তোমার পরশে হ'ল মলিন
কোন্ সে দ্বীপের দীপালি-রাত,
বন্দিছে পদ সিঙ্কুজল,
উর্ধ্বে স্থসিছে ঝঞ্ঝাবাত।

তব অপমানে, বন্দী-রাজ,
লজ্জিত সারা নর-সমাজ,
কৃতঘ্নতা ও অবিশ্বাস
আজি বীরত্বে হানিছে লাজ।

মোরা জানি আর জানে জগৎ
শত্রু তোমারে করে নি জয়,
পাপ অন্যায় কপট হল
হইয়াছে জয়ী, শত্রু নয়।

সম্মুখে রাখি' মায়া-মৃগ
পশ্চাৎ হ'তে হানে শায়ক—
বীর নহে তা'রা ঘৃণ্য ব্যাধ
বর্বর তা'রা নর-ঘাতক।

হে মরু-কেশরী আফ্রিকার !
কেশরীর সাথে হয় নি রণ,
তোমারে বন্দী করেছে আজ
সভ্য ব্যাধের ফাঁদ গোপন।

কামানের চাকা যথা অচল
রৌপ্যের চাকি ঢালে সেথায়,
এরাই যুরোপী বীরের জাত
গুনে লজ্জাও লজ্জা পায় !

তুমি দেখাইলে আজও ধরায়
শুধু থ্রিস্টের রাসভ নাই,
আজও আসে হেথা বীর মানব,
ইবনে-করিম কামাল-ভাই।

আজও আসে হেথা ইবনে-সৌদ,
আমানুল্লাহ, পহলবী,
আজও আসে হেথা আলতাশ,
আসে সনৌসী—লাখ রবি।

* * *

তুমি দেখাইলে, পাহাড়ী গাঁয়
থাকে না ক' শুধু পাহাড়ী মেন
পাহাড়ের হাসে তরুলতা
পাহাড়ের মত অটল দেশ।

থাকে না ক' সেথা শুধু পাথর,
সেথা থাকে বীর শ্রেষ্ঠ নর,
সেথা বন্দরে বানিয়া নাই
সেথা বন্দরে নাই বাদর !

শির-দার তুমি ছিলে রীফের,
পরনি ক' শিরে শরীফী তাজ,
মামুলি সেনার সাথে সমান
করেছ সেনানী কুচকাওয়াজ !

শুধু বীর নহ, তুমি মানুষ,
শাহী তখত ছিল গিরি-পাষাণ,
রণভূমে ছিলে রণোন্মাদ,
দেশে ছিলে দোস্ত মেহেরবান।

রীফেতে যেদিন সভ্য ভূত
নাচিতে লাগিল তাতৈ ধৈ,
আসমান হ'তে রীফ-বাসীর
শিরে ছড়াইল আগুন-তৈ,

কচি বাচ্চারে নারীদের
মারিল বক্ষে বিধে সপ্তীন,
যুদ্ধে আহত বন্দীরে
খুন ক'রে যার হাত রঙিন,

হয়েছে বন্দী তা'রা যখন—
(ওদের ভাষায়—হে “বর্বর” !)
করিয়ানু কমা তাহাদেরে,
তাহাদের করে রেখেছ কর।

ওগো বীর ! বীর বন্দীদের,
করনি ক' তুমি অসম্মান,
তাদের নারী ও শিশুদেরে
দিয়েছ ফিরায়ে—হরণি প্রাণ।

তুমি সভ্যতা-গর্বীদের
মিটাও নি শুধু যুদ্ধ-সাধ,
তাদেরে শিখালে মানবতা,
বীরও সে মানুষ, নহে নিষাদ।

* * *

বীরেরে আমরা করি সালাম,
শ্রদ্ধায় চুমি দস্ত দারাজ,
তোমারে স্মরিয়া কেন যেন
কেবলি অশ্রু ঝরিছে আজ।

তব পতনের কথা করুণ
পড়িতেছে মনে একে একে,
তব মহত্ত্ব তুমি নিজে
মানুষের বুকে গেলে লেখে।

মাসভূত ভাই চোরে চোরে—
ফ্রান্স স্পেন করি' আঁতাত্
হ'য়ে লাঞ্ছিত বারম্বার
হায়ওয়ান্ সাথে মিলাল হাত।

শয়তানী ছিল ফেরেব-বাজ
ভুলাল দেশ-দ্রোহীর মন,
অর্থ তাদের করিল জয়
অস্ত্রে যাহারা জিনিল রণ।

স্বদেশবাসীরে কহ ডাকি'
অশ্রু-সিক্ত নয়নে, হায়—
“ভাঙে নাই বাহু, ভেঙেছে মন,
বিদায় বন্ধু, চির-বিদায় !”

বলিলে, “স্বদেশ ! রীফ-শরীফ !
পরানের চেয়ে প্রিয় আমার !
তুমি চেয়েছিলে মা আমার,
সন্তান তব চাহে না আর !

“মাগো তোরে আমি ভালবাসি,
ভালবাসি মা তারও চেয়ে—
মোর চেয়ে প্রিয় রীফ-বাসী
তোর এ পাহাড়ী ছেলেমেয়ে !

“মা গো আজ তা’রা বোঝে যদি,
করিতেছি ক্ষতি আমি তাদের,
আমি চলিলাম, দেখিস, তুই,
তা’রা যেন হয় আজাদ ফের !”

দেশবাসী-তরে, মহাপ্রেমিক,
আপনারে বলি দিলে তুমি,
ধন্য হইল বেড়ী-শিকল
তোমার দস্ত-পদ চুমি !

আজিকে তোমায় বুকে ধরি’
ধন্য হইল সাগর-দ্বীপ,
ধন্য হইল কারা-প্রাচীর,
ধন্য হইল বদ-নসীব ।

কাঠ-মোস্তার মৌলবীর
যুজ্জদানে ইসলাম কয়েদ,
আজও ইসলাম আছে বেঁচে
তোমাদেরি বরে, মোজাদ্দেদ !

বদ-কিস্মত শুধু রীফের
নহে বীর, ইসলাম-জাহান
তোমাতে স্মরিয়া কাঁদিছে আজ,
নিখিল গাহিছে তোমার গান ।

হে শাহানশাহ বন্দীদের !
লাঞ্ছিত যুগে যুগাবতার !
তোমার পুণ্যে তীর্থ আজ
হ’ল গো কারার অন্ধকার !

তোমার পুণ্যে ধন্য আজ
মরু-আফ্রিকা মূর-আরব,
ধন্য হইল মুসলমান,
অধীন বিশ্ব করে স্তব ।

জানি না আজিকে কোথা তুমি,
নয়ি দুনিয়ার মুসা তারিক !
আছে “দীন”, নাই সিপা’-সালার,
আছে শাহী তখত, নাই মালিক ।

মোরা যে ভুলেছি, ভুলিও বীর,
নাই স্মরণের সে অধিকার,
কাঁদিছে কাফেলা কারবালায়,
কে গাহিবে গান বন্দনার !

আজিকে জীবন—“ফোরাড”-তীর
এজিদের সেনা ঘিরিয়া ঐ,
শিরে দুর্দিন—রবি প্রখর,
পদতলে বালু ফোটার খই ।

জয়নাল সম মোরা সবাই
শুইয়া বিমারী বিমার মাঝ,
আফসোস করি কাঁদি শুধু,
দুশ্মন করে লুটরাজ !

আকাশ সম ভূমি হে বীর
গেঞ্জা খেলি' অরি-শিরে
পহঁছিলে একা ফোঁরাত-তীর,
ভরিলে মশক্ প্রাণ-নীরে ।

তুমি এলে, সাথে এল না দস্ত,
করিল শত্রু বাজু শহীদ,
তব হাঙ হ'তে আব-হায়াত
লুটে নিল ইউরোপ-এজিদ ।

কাঁদিতোছি মোরা তাই শুধুই
দুর্ভাগ্যের তীরে বসি',
আকাশে মোদের ওঠে কেবল
মোহরুরমের লাল শশী !

এরি মাঝে কতু হেরি স্বপন—
ঐ বুঝি আসে খুশির ঈদ,
শহীদ হ'তে ত পারি না কেউ—
দেখি কে কোথায় হ'ল শহীদ !

ক্ষমিও বন্ধু, তব জাতির
অক্ষমতার এ অপরাধ,
তোমারে দেখিয়া হাঁকি সালাত,
ওগো মগুরেবী ঈদের চাঁদ !

এ গ্রানি লজ্জা পরাজয়ের
নহে বীর, নহে তব তরে !
তিলে তিলে মরে ভীকু যুরোপ
তব সাথে তব করা-ঘরে ।

বন্দী আজিকে নহ ভূমি,
বন্দী—দেশের অবিশ্বাস !
আসিছে ভাঙিয়া কারা-দুয়ার
সর্বগ্রাসীর সর্বনাশ !

বাংলার “আজিজ”

পোহায় নি রাত, আজান তখনো দেয় নি মুয়াজ্জিন,
মুসলমানের রাত্রি তখন আর-সকলের দিন ।
অঘোর ঘুমে ঘুমায় যখন বঙ্গ-মুসলমান,
সবার আগে জাগলে তুমি গাইলে জাগার গান ।
ফজর বেলার নজর ওগো উঠলে মিনার 'পর,
ঘুম-টুটানো আজান দিলে—“আল্লাহো আক্বর !”
কোরান শুধু পড়ল সবাই বুঝলে তুমি একা,
লেখার যত ইসলামী জোশ্ তোমায় দিল দেখা ।

খাপে রেখে অসি যখন খাচ্ছিল সব মার,
আলোয় তোমার উঠলো নেচে দু'ধারী তল্গার !
চম্কে সবাই উঠল জেগে, ঝলসে গেল চোখ,
নৌজোয়ানীর খুন—জোশীতে মস্তু হ'ল সব লোক !
আঁধার রাতের যাত্রী যত উঠল গেয়ে গান,
তোমার চোখে দেখল তা'রা আলোর অভিযান ।
বেরিয়ে এল বিবর হ'তে সিংহ-শাবক দল,
যাদের শ্রুতাপ-দাপে আজি বাড়লা টলমল !
এলে নিশান-বরদার বীর, দুশমন পর্দার,
লায়লা চিরে আন্লে নাহার, রাতের তারা-হার !

সাম্যবাদী ! নর-নারীকে করতে অভেদ জ্ঞান,
বন্দীদের গোরস্থানে রচলে গুলিস্তান !
শীতের জরা দূর হয়েছে, ফুটেছে বাহার-গুল,
গুলশানে গুল ফুটল যখন—নাই তুমি বুলবুল !
মশাল-বাহী বিশাল পুরুষ ! কোথায় তুমি আজ ?
অন্ধকারে হাতড়ে মরে অন্ধ এ-সমাজ ।
নাই ক' সতুন, পড়ছে খসে ইসলামের আজ ছাদ ;
অভ্যাচারের বিরুদ্ধে আর ঘোষবে কে জেহাদ ?

যেমন তুমি হাল্কা হলে আপনা করি' দান,
শুনলে হঠাৎ আলোর পাখি—কাজ-হারানো গান !
ফুরিয়েছে কাজ, ডাকছে তবু হিন্দু-মুসলমান,
সবার “আজিজ”, সবার প্রিয়, আবার গাহ গান !
আবার এসো সবার মাঝে শক্তিরূপে বীর,
হিন্দু-সবার গুরু ওগো, মুসলমানের পীর !

সুরের দুলাল

পাকা ধানের গন্ধ-বিধুর হেমন্তের এই দিন-শেষে,
সুরের দুলাল, আসলে ফিরে দিগ্বিজয়ীর বর-বেশে !
আজো মালা হয় নি গাঁথা হয় নি আজো গান রচন,
কুহেলিকার পর্দা-ঢাকা আজো ফুলের সিংহাসন ।
অলস বেলায় হেলাফেলায় কিম্বায় রূপের রংমহল,
হয়নি ক' সাজ রূপ-কুমারীর, নিদ টুটেছে এই কেবল ।
আয়োজনের অনেক বাকি—শুনু হঠাৎ খোশখবর,
ওরে অলস, রাখ আয়োজন, সুর-শা'জাদা আসল ঘর ।

ওঠ রে সাকি, থাক না বাকি ভরতে রে তোর লাল গেলাস,
শূন্য গেলাস ভরব—দিয়ে চোখের পানি মুখের হাস ।

দন্ড ভরে আসলো না যে ধ্বজায় বেঁধে বাড়-তুফান,
বাহার আসার খবর শুনে গর্জাল না তোপ-কামান,
কুসুম দলি' উড়িয়ে ধূলি আসলো না যে রাজপথে—
আয়োজনের আড়াল তা'রে করব গো আজ কৌন্মতে ।
সে এল গো যে-পথ দিয়ে স্বর্গে বহে সুরধুনী,
যে পথ দিয়ে ফেরে ধেনু মাঠের বেগুর রব শুনি' ।
যেমন সহজ পথ দিয়ে গো ফসল আসে আগুিনায়,
যেমন বিনা সমারোহে সাঁঝের পাখি যায় কুলায় ।
সে এল যে আমন-ধানের নবান্ন উৎসব-দিনে,
হিমেল হাওয়ায় অস্ত্রাণের এই সুস্রাণের পথ চিনে ।

আনে নি সে হরণ ক'রে রত্ন-মানিক সাত-রাজার,
সে এনেছে রূপকুমারীর আঁখির প্রসাদ, কণ্ঠহার ।

সুরের সেতু বাঁধল সে গো, উর্ধ্বে তাহার শুনি স্তব,
আসছে ভারত-তীর্থ লাগি' শ্বেত-দ্বীপের ময়-দানব ।
পশ্চিমে আজ ডঙ্কা বাজে পুণের দেশের বন্দীদের,
বীণার গানে আমরা জয়ী, লাভ মুছেছি অদৃষ্টের ।

কণ্ঠ তোমার যাদু জানে, বন্ধু ওগো দোসর মোর !
আসলে ভেসে গানের ভেলায় বৃন্দাবনের বংশী-চোর ।
তোমার গলার বিজয়-মালা বন্ধু একা নয় তোমার,
ঐ মালাতে রইল গাঁথা মোদের সবার পুরস্কার ।
কখন আঁখির অগোচরে বসলে জুড়ে হৃদয়-মন,
সেই হৃদয়ের লহ প্রীতি, সজল আঁখির জল-লিখন ।

নিশীথ-অঙ্ককারে

গান

একি বেদনার উঠিয়াছে ঢেউ দূর সিঁদুর পারে
নিশীথ-অঙ্ককারে ।

পুরবের রবি ডুবিল গভীর বাদল-অশ্রু-ধারে
নিশীথ-অঙ্ককারে ॥

ঘিরিয়াছে দিক ঘন ঘোর মেঘে,
পুবাণি বাতাস বহিতেছে বেগে,
বন্দিনী মাতা একাকিনী জেগে কাঁদিতেছে কারাগারে,
শিয়রের দীপ যত সে জ্বালায় নিভে যায় বারে বারে ।
নিশীথ-অঙ্ককারে ॥

মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ নীরব আজিকে মিনার-চূড়ে,
বহে না শিরাজ-বাগের নহর, বুলবুল গেছে উড়ে ।
ছিল শুধু চাঁদ, গেছে তরবার,
সে চাঁদও আঁধারে ডুবিল এবার,
শিরতাজ-হারা কাঁদে মুসলিম অন্ত-তোরণ-দ্বারে ।
উঠিতেছে সুর বিদায়-বিধুর পারাবার-পরপারে ।
নিশীথ-অঙ্ককারে ॥

ছিল না সে রাজা—কেঁপেছে বিশ্ব তবু গো প্রতাপে তার,
শত্রু-দুর্গে বন্দী থাকিয়া খোলে নি সে তরবার ।
ছিল এ ভারত তারি পথ চাহি',
বুকে বুকে ছিল তারি বাদশাহী,
ছিল তার তরে ধূলার তখত মানুষের দরবারে ।
আজি পথায় তারি তরবার ঝলসিছে বারে বারে ।
নিশীথ-অঙ্ককারে ॥

শরৎচন্দ্র

চওড়ি-প্রপাত হ্রদ

নব ঋত্বিক নবযুগের !

নমস্কার ! নমস্কার !

আলোকে তোমার পেনু অভাস

নওরোজের নব উষার !

তুমি গো বেদনা-সুন্দরের

দর্শ-ই-দিল, নীল মানিক,

তোমার তিক্ত কণ্ঠে গো

ধনিল সাম বেদনা-খক্ ।

হে উদীচি উষা চির-রাতের,

নরলোকের হে নারায়ণ !

মানুষ পারায় দেখিলে দিল্—

মন্দিরের দেব-আসন ।

শিল্পী ও কবি আজ দেদার

ফুলবনের গাইছে গান,

আসমানী-মৌ স্বপনে গো

সাথে তাদের কর নি পান ।

নিঙাড়িয়া ধূলা মাটির রস

পিইলে শিব নীল আসব,

দুঃখ কাঁটায় ক্ষত হিয়ার

তুমি তাপস শোনাও স্তব ।

স্বর্গভ্রষ্ট প্রাণধারায়

তব জটায় দিলে গো ঠাই,

মৃত সাগরের এই সে দেশ

পেয়েছে প্রাণ আজিকে তাই ।

পায়ে দলি' পাপ সংস্কার

খুলিলে বীর স্বর্গদ্বার,

গুনাইলে বাণী, “নহে মানব—

পাহি গো গান মানবতার ।

মনুষ্যত্ব পাপী তাপীর
হয় না লয়, রয় গোপন,
শ্রেমের যাদু-স্পর্শে সে
জন্মে অমর নব জীবন !”

নির্মমতায় নর-পশুর
হায় গো যার চোখের জল
বুকে জ'মে হ'ল হিম-পাষণ,
হ'ল হৃদয় নীল গরল ;
প্রথর তোমার তপ-প্রভায়
বুকের হিম গিরি-তুষার—
গলিয়া নামিল প্রাণের ঢল,
হ'ল নিখিল মুক্ত-দ্বার ।
গুহ্র হ'ল গো পাপ-মিলন
গুচি তোমার সমব্যথায়,
পাকের উর্ধ্বে ফুটিল ফুল
শঙ্কাহীন নগ্নতায় !
শাস্ত্র-শকুন নীতি-ন্যাকার
কুচি-শিবির হট্টরোল
ভাগাড়ে শ্মশানে উঠিল ঘোর,
কাঁদে সমাজ চর্মলোল !
উর্ধ্বে যতই কাদা ছিটায়
হিংস্রকের নোংরা কর,
সে কাদা আসিয়া পড়ে সদাই
তাদেরি হীন মুখের 'পর !
চাঁদে কলঙ্ক দেখে যারা
জ্যোৎস্না তার দেখে নি, হায় !
ক্ষমা করিয়াছ তুমি, তাদের
লজ্জাহীন বিজ্ঞতায় !
আজ যবে সেই পেচক-দল
গুনি তোমার করে স্তব,

সেই ত তোমার শ্রেষ্ঠ জয়,
নিন্দুকের শঙ্খ-রব !

ধর্মের নামে যুধিষ্ঠির
“ইতি গজের” করুক ভান !
সব্যসাচী গো, ধর ধনুক—
হান প্রথর অগ্নিবাণ !
‘পথের দাবী’র অসম্মান
হে দুর্জয়, কর গো ক্ষয় !
দেখাও স্বর্গ তব বিভায়
এই ধূলার উর্ধ্বে নয় !

দেখিছ কঠোর বর্তমান,
নয় তোমার ভাব-বিলাস,
ভুমি মানুষের বেদনা-ঘায়
পাও নি গো ফুল-সুवास ।
তোমার সৃষ্টি মৃত্যুহীন
নব ধরার জীবন-বেদ,
কর নি মানুষে অবিশ্বাস
দেখিয়া পাপ পঙ্ক ক্রেদ ।
পুষ্পবিলাস নয় তোমার
পাও নি তাই পুষ্প-হার,
বেদনা-আসনে বসায় আজ
করে নিখিল পূজা তোমার !

অসীম আকাশে বাঁধ নি ঘর
হে ধরণীর নীল দুলাল !
তব সাম-গান ধুলামাটির
র'বে অমর নিত্যকাল !
হয় ত আসিবে মহাপ্রলয়
এ দুনিয়ার দুঃখ-দিন
সব যাবে শুধু র'বে তোমার
অশ্রুজল অন্তহীন ।
অথবা যেদিন পূর্ণতায়

সুন্দরের হবে বিকাশ,
সে দিনো কাঁদিয়া ফিরিবে এই
তব দুখের দীর্ঘশ্বাস।
মানুষের কবি ! যদি মাটির
এই মানুষ বাঁচিয়া রয়—
র'বে প্রিয় হয়ে হৃদি-ব্যথায়,
সর্বলোক গাহিবে জয় !

অন্ধ স্বদেশ-দেবতা

ফাঁসির রশ্মি ধরি'
আসিছে অন্ধ স্বদেশ-দেবতা, পলে পলে অনুসরি'
মৃত্যু-গহন-যাত্রীদের লাল পদাঙ্ক-রেখা।
যুগযুগান্ত-নির্জিত-ভালে নীল কলঙ্ক-লেখা।

নিরঙ্ক মেঘে অন্ধ আকাশ, অন্ধ তিমির রাত্তি,
কুহেলি-অন্ধ দিগন্তিকার হস্তে নিভেছে বাতি,—
চলে পথহারা অন্ধ দেবতা ধীরে ধীরে এরি মাঝে,
সেই পথে ফেলে চরণ—যে পথে কঙ্কাল পায়ে বাজে !

নির্যাতনের যে যষ্টি দিয়া শত্রু আঘাত হানে
সেই যষ্টিরে দোসর করিয়া অলক্ষ্য পথ-পানে
চলেছে দেবতা—অন্ধ দেবতা—পায়ে পায়ে পলে পলে,
যত ঘিরে আসে পথ-সঙ্কট চলে তত নববলে।

চ'লে পড়ে পথ 'পরে,
নবীন মৃত্যু-যাত্রী আসিয়া তুলে ধরে বুকে ক'রে।

অন্ধ কারার বন্ধ দুয়ারে যথায় বন্দী জাগে,
যথায় বধ্য-মঞ্চ নিত্য রাঙিছে রক্ত-রাগে,

যথায় পিষ্ট হতেছে আত্মা নিষ্ঠুর মুঠি-তলে,
যথায় অন্ধ গুহায় ফণীর মাথায় মানিক জ্বলে,
যথায় বন্য স্থাপদের সাথে নখর দন্ত লয়ে
জাগে বিন্দ্র-বন্য-তরুণ ক্ষুধার ডাড়া নায়ে,
যথা প্রাণ দেয় বলির নারীরা যূপকাঠের ফাঁদে,—
সেই পথে চলে অন্ধ দেবতা, পথ চলে আর কাঁদে,—
“ওরে ওঠ তুরা করি”,
তোদের রক্তে রাজ্য উষা আসে, পোহাইছে বিভাবরী !”

তিমির রাত্তি, ছুটেছে যাত্রী নিরুদ্দেশের ডাকে,
জানে না কোথায় কোন্ পথে কোন্ উর্ধ্বে দেবতা হাঁকে।
তনিয়াছে ডাক এই শুধু জানে ! আপনার অনুরাগে
মাতিয়া উঠেছে অলস চরণ, সম্মুখে পথ জাগে!
জাগে পথ, জাগে উর্ধ্বে দেবতা, এই দেখিয়াছে শুধু,
কে দেখে সে পথে চোরা বালুচর, পর্বত, মরু ধূ ধূ !
ছুটেছে পথিক, সাথে চলে পথ অমানিশি চলে সাথে,
পথে পড়ে ঢ'লে, মৃত্যুর ছলে ধরে দেবতার হাতে।
চলিতেছে পাশাপাশি—
মৃত্যু, তরুণ, অন্ধ দেবতা, নবীন উষার হাসি !

পাথেয়

দরদ দিয়ে দেখল না কেউ যাদের জীবন যাদের হিয়া,
তাদের তরে ঝড়ের রথে আয় রে পাগল দরদিয়া।
শূন্য ভোদের বোলা-ঝুলি, তারি তোরা দর্প নিয়ে
দর্পীদের ঐ প্রাসাদ-চূড়ে রক্ত-নিশান যা' টাঙিয়ে।
মৃত্যু ভোদের হাতের মুঠায়, সেই ত ভোদের পরশ-মণি,
রবির আলোক ঢের সরেছি, এবার তোরা আয় রে শনি !

দাড়ি-বিলাপ*

হে আমার দাড়ি !
একাদশ বর্ষ পরে গেলে আজি ছাড়ি'
আমারে কাঙাল করি', শূন্য করি' বুক !
শূন্য এ চোয়াল আজি শূন্য এ চিবুক !

ভোমার বিরহে বন্ধু, ভোমার প্রেমসী
ঝুরিছে শ্যামলী গুহ ওঠকূলে বসি'।
কপোল কপাল ঠুকি' করে হাহাকার—
“রে কপটি, রে সেফটি (Safety) জিপেট রেজার!”..

একে একে মনে পড়ে অতীতের কথা—
তখনো ফোটে নি মুখে দাড়ির মমতা !
তখনো এ গাল ছিল সাহারার মরু,
বে-পাল মালুল কিম্বা বি-পল্লব তরু !
স্বজাতির ভীর্ণতার ইতিহাস স্মরি'
বাহিয়া বি-শাশ্রু গণ্ড অশ্রু যেত ঝরি'।
নারী সম কেশ বেশ, নারীকেলী মুখ,
নারীকেলী হুঁকা খায় ! —পুরুষ উৎসুক
নারীর 'নেচার' নিতে, হা ভারত মাতা '
নারী-মুণ্ড হ'ল আজি নর বিশ্বভ্রাতা !

চলিত কাবুলিওয়ালা গুঁতো-হস্তে পথে
উড়ায়ে দাড়ির ধ্বজা, আফগানিয়া রথে
সুকৃষ্ণ নিশান যেন ! অবাক বিস্ময়ে
মহিলা-মহলে নিজ নারী-মুখ লয়ে
রহিতাম চাহি' আমি ঘুলঘুলি-ফাঁকে,
বেচারি বাঙালি দাড়ি, কে শুধায় তাকে ?
চলিত মটরু মিএগ চামারুর নানা,
মনে হ'ত, এ দাড়িও ধার ক'রে আনা

* কোনো প্রফেসর বন্ধুর দাড়ি-কর্তন উপলক্ষে রচিত।

কাবুলির দেনা-সাথে ! বাঙালির দাড়ি
বাঙালির শৌর্য-সাথে গিয়াছে গো ছাড়ি'।
দাড়ির দাড়িম্ব-বনে ফেরে না ক' আর
নির্মল হিড়িম্বা সতী, সে যুগ ফেরার !
জামাতারে হেরি' স্বশ্রু লুকাল যেমনি !...
“রেজারে” হেরিয়া শাশ্রু লুকাল তেমনি !

ভোজপুরী দারোয়ান তারও দাড়ি আছে,
চলিতে সে দাড়ি যেন শিখী-পুচ্ছ নাচে !
পাঞ্জাবি, বেলুচি, শিখ, বীর রাজপুত,
দরবেশ, মুনি, ঋষি, বাবাজি অদ্ভুত,
বোকেন্দ্র-গন্ধিত ছাগ সেও দাড়ি রাখে,
শিম্পাঞ্জী, গরীলা—হায়, বাদ দিই কা'কে !
এমন যে বটবৃক্ষ তারও নামে ঝুরি,
ঝুরি নয়, ও যে দাড়ি, করিয়াছে চুরি
বনের মানুষ হ'তে ! তাই সে বনস্পতি আজ !
দাড়ি রাখে গুল্লুলতা রসুন পেঁয়াজ !
হাটে দাড়ি, মাঠে দাড়ি, দাড়ি চারিধার,
লক্ষধারে ঝরে যেন দাড়ি-বারিধার !
ঝরে যবে বৃষ্টিধারা নীল নভ বেয়ে'
মনে হয় গাড়ি গাড়ি দাড়ি গেছে ছেয়ে
ধরণীর চোখে-মুখে ; সে সুখ-আবেশে
নব নব পুষ্পে তৃণে ধরা ওঠে হেসে !

মুকুরে হেরিয়া নিজ বি-শাশ্রু বদন
লজ্জায় মুদিয়া যেত আপনি নয়ন।
হায় রে কাঙালি,
রহিলি তুই-ই রে হয়ে মাকুন্দা বাঙালি !
এতেক চিন্তিয়া এক ক্ষুর করি' ক্রয়
চাঁহিতে লাগিনু গাল সকল সময়।
বহু সাধ্য সাধনায় বহু বর্ষ পরে
উদিল নবীন দাড়ি ! যেন দিগন্তরে

কৃষ্ণ মেঘ দিল দেখা আজন্মের দেশে,
লালিমূলি-পার্শ্বল যেন অঘ্রাণের শেষে !
সে দাড়ি-গৌরব বহি' সুউচ্চ মিনারে
দাঁড়াইয়া ঘোষিতাম, “এই দাড়িকারে
নিশ্চয় যারা, তা'রা ভীরা তা'রা কাপুরুষ !

হায় রে বেইশ,
নারী ত নরের রূপ পেতে নাহি চায়,
তাদের হয় না দাড়ি, গুফ না গজায় !
দাড়ি রাখি' হইয়াছি শ্রীহীন মিয়া !
কিন্তু বন্ধু, তোমরা যে শ্রীমতী অমিয়া
হইতেছ দিনে দিনে !

কেবা নর কেবা নারী কেহ নাহি চিনে !”
কে কাহার কথা শোনে, ওরা করে “শেভ”,
আমারে দেখিলে বলে—“ঐ অজদেব !”
হই অজ-মুণ্ড আমি তবু দক্ষ-রাজা,
দক্ষেরই জামাতা শিব—(খায় খাঁক পাঁজা !)
দিনে দিনে বাড়ে দাড়ি রেজার-কর্ষণে,
শস্য-শ্যামা ধরা যেন হলের ঘর্ষণে !

* * *

একাদশ বর্ষ পরে—হায় রে নিয়তি
কে জানে আমার ভাগ্যে ছিল এ দুর্গতি !
সেদিন কার্জন-হলে দিলীপকুমার
আসিল গাহিতে গান, কে করে গুমার
কত যে আসিল নর কত সে যে নারী !
ঠেসাঠেসি ঘেঁষাঘেঁষি, কত ধুতি শাড়ি
ছিঁড়িল পশিতে সেথা ! চেনা নাহি যায়
কেবা নর কেবা নারী—এক কেশ এক বেশ, হায় !

সে নিখিল নারী-সভা-মাঝে
হেরিলাম, আমারি সে জয়ডঙ্কা বাজে
মুখে মুখে দিকে দিকে ! আমি কৃষ্ণ-সম
একাকী পুরুষ বিরাজিনু অনুপম ।
সম্মুখে বালিকা এক গাহিতে বসিয়া

ভুলি' গেল সুর-লয় মোরে নিরখিয়া ।
বলে, “মাগো, ও কি দাড়ি দেখে ভয় লাগে !
সুর মম ভয়ে সারদার কোল মাগে,
বাহিরিতে চাহে না ক' ।
উহারে সম্মুখ হতে সরাইয়া রাখ !!”

গর্বে নাড়ি' দাড়ি
কহিলাম—“গান ! তব সাথে মম আড়ি !”
সরোষে যেমনি যাব বাহিরিতে আমি,
বিশ্ময়ে হেরিনু মম দাড়ি গেছে থামি'
বাঁধিয়া সুন্দরী এক মহিলার ব্রোচে !
হায় রে নিলাজী নারী ! দাড়ি ধ'রে নাচে
এমনি করিয়া কি গো ? যদি দৈবক্রমে
বাঁধিয়া যায় গো দাড়ি নিমিষের ভ্রমে ?

চিৎকারিল নারীদল নব নব সুরে,
বানর নরের দল হাসিল অদূরে
ঝিঁঝিট-ঝাঝাজে কেহ, কেহ মালকোষে,
হিন্দোলে ছুঁকারে কেহ ওস্তাদি আক্রোশে !
আসিল নারীর স্বামী, স্বামীর শ্যালক,
পলাইতে যত চাহি পিছে লাগে শক্ !
দেখেছি অনেক ব্রোচ, বহু সেফটিপিন,
হেরি নি নাছোড়বান্দা হেন কোনোদিন ।
আমারও স্ত্রীর ব্রোচ কাঁটা বহুবার
বাঁধিয়াই ছাড়িয়াছে তখনি আবার !
যত পালাইতে চাই তত বাঁধে দাড়ি,
দাড়ি লয়ে পড়ে গেল শেষে কাড়াকাড়ি
পুরুষ নারীর মাঝে ! ক্ষুরে ও কাঁচিতে
হাসিতে হঠাতে গোলে কাশিতে ইচ্চিতে
লাগিল ভীষণ দৃশ্য !... যখন চেতনা
ফিরিয়া পাইনু গৃহে, হেরি আনমনা

হাসিছে গৃহিণী মম বাতায়নে বসি' ।
জাগিতে দেখিয়া কহে, “এতদিনে শশী
হ'ল মেঘ-মুক্ত প্রিয় !” মুকুরে হেরিয়া মুখ কহিলাম আমি,
“আমি কই ?” সে কহিল, “মুকুরেতে স্বামী !”

তর্পণ

স্বর্গীয় দেশবন্ধু চতুর্ধ বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে

—আজিও তেমনি করি'
আষাঢ়ের মেঘ ঘনায়ে এসেছে
ভারত-ভাগ্য ভরি' ।
আকাশ ভাঙিয়া তেমনি বাদল
ঝরে সারা দিনমান,
দিন না ফুরাতে দিনের সূর্য
মেঘে হ'ল অবসান !
আকাশে খুঁজিছে বিজলি-প্রদীপ,
খোজে চিতা নদী-কূলে,
কার নয়নের মণি হারিয়েছে
হেথা অঞ্চল খুলে ।
বজ্রে বজ্রে হাহাকার ওঠে,
খেয়ে বিদ্যুৎ-কশা
স্বর্গে ছুটেছে সিঁধু—
ঐরাবত দীর্ঘশ্বাস ।
ধরায় যে ছিল দেবতা, তাহারে
স্বর্গ করেছে চুরি,
অভিযানে চলে ধরণীর সেনা,
অশনিতে বাজে তুরী ।

ধরণীর শ্বাস ধূমায়িত হ'ল
পুঞ্জিত কালো মেঘে,
চিতা-চুল্লীতে শোকের পাবক
নিতে না বাতাস লেগে ।
শাশানের চিতা যদি নেভে, তবু
জ্বলে স্বরণের চিতা,
এ-পারের প্রাণ-স্নেহরসে হ'ল
ও-পার দীপান্বিতা ।

—হতভাগ্যের জাতি,
উৎসব নাই, শ্রাদ্ধ করিয়া
কাটাই দিবস রাত্তি !
কেবলি বাদল, চোখের বরষা,
যদি বা বাদল থামে—
ওঠে না সূর্য আকাশে ভুলিয়া
রামধনুও না নামে !
ত্রিশ জনে করে প্রায়শ্চিত্ত
ত্রিশ কোটির সে পাপ,
স্বর্গ হইতে বর আনি, আসে
রসাতল হতে শাপ !
হে দেশবন্ধু, হয় ত স্বর্গে
দেবেন্দ্র হয়ে তুমি
জানি না কি চোখে দেখিছ পাপের
ভীকুর ভারতভূমি !
মোদের ভাগ্যে ভাস্কর সম
উঠেছিলে তুমি তবু,
বাহির আঁধার ঘুচালে, ঘুচিল
মনের তম কি কভু?
সূর্য-আলোক মনের আঁধার
ঘোচে না, অশনি-ঘাতে
ঘুচাও ঘুচাও জাতের লজ্জা
মরণ-চরণ-পাতে !

অমৃতে বাঁচাতে পারো নি এ দেশ,
ওগো মৃত্যুঞ্জয়,
স্বর্গ হইতে পাঠাও এবার
মৃত্যুর বরাভয় !
ক্ষীণ শ্রদ্ধার শ্রাদ্ধ-বাসরে
কি মন্ত্র উচ্চারি'
তোমাতে ভূষিব, আমরা ত নহি
শ্রাদ্ধের অধিকারী !
শ্রদ্ধা দানিবে শ্রাদ্ধ করিবে
বীর অনাগত তা'রা—
স্বাধীন দেশের প্রভাত-সূর্যে
বন্দিবে তোমা' যারা !

bi

না-আসা-দিনের কবির প্রতি

জবা-কুসুম-সঙ্কশ রাঙা অরুণ রবি
তোমরা উঠিছ ; না-আসা দিনের তোমরা কবি ।
যে-রাঙা প্রভাত দেখিবার আশে আমরা জাগি
তোমরা জাগিছ দলে দলে পাখি তারির লাগি' ।
স্তব-গান গাই আমি তোমাদেরি আসার আশে,
তোমরা উদিবে আমার রচিত নীল আকাশে ।
আমি রেখে যাই আমার নমস্কারের স্মৃতি—
আমার বীণায় গাহিও নতুন দিনের গীতি !

:: END ::

All kinds of pdf Download

MyMahbub.Com